প্রযুক্তির নাম: পর্যায়ক্রমে ফাঁদ পেতে এবং গর্তে বিষ দিয়ে নিরাপদে ইঁদুর দমন

ধান ও গমের মাঠে ইঁদুর একটি মারাত্বক সমস্যা। ইঁদুর মাঠে যত্রতত্র গর্ত করে। ফসলের কুঁশি কাটে, ধান ও গম খায় এবং গর্তে জমা করে রাখে। একটি ইঁদুর প্রতি দিনে প্রায় ১ থেকে ৩ টি গর্ত করতে পারে এবং গর্তে প্রায় ৩ থেকে ৫ কেজি পরিমান শস্য জমা করতে পারে। ইঁদুর দমনের পরিবেশ সম্মত পদ্ধতি হলো ফাঁদ ব্যবহার। কৃষক সাধারণত মাঠে ফাঁদ ব্যবহার করতে আগ্রহী হয় না কারণ চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার ফাঁদ ব্যবহারে ইঁদুর দমনের সফলতাও আশানুরূপ নয়। অর্থাৎ কোন পদ্ধতি একক ভাবে ব্যবহারে ইঁদুর দমনে ভালো সফলতা আশা করা যায় না। পর্যায়ক্রমে ফাঁদ পেতে এবং গর্তে বিষ ব্যবহার করে সাফল্যজনক ভাবে ইঁদুর দমন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে মানুষ বা অন্য কোন উপকারী প্রাণীর ক্ষতি হয় না অর্থাৎ এটি একটি নিরাপদ পদ্ধতি।

এ ক্ষেত্রে প্রথমে দুই থেকে তিন দিন ফাঁদ পাততে হবে; এতে কাজ না হলে গর্তের ভিতর বিষ প্রয়োগ করতে হবে। সতেজ গর্তের পাশে ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় দক্ষতার সাথে ফাঁদ পাততে হবে। ফাঁদ পাতার আগে ফাঁদে খাবার দিয়ে নিতে হবে। খাবার ভালো করে আটকে বা বেঁধে দিতে হবে যাতে ইঁদুর খাবার নিয়ে পালাতে না পারে। ফাঁদে টোপ হিসাবে নারিকেল, শুটকীমাছ, পাউরুটি বা আলু ব্যবহার করা যেতে পারে। ফাঁদ সংবেদনশীল করে পাততে হবে। প্রতিদিন একই খাবার না দিয়ে ভিন্ন রকম খাবার দিতে হবে। ফাঁদ প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে এবং নতুন খাবার দিতে হবে। ফাঁদে ধৃত বা মৃত ইঁদুর মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

ফাঁদে ইঁদুর না পরলে বিষ ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে সতেজ গর্তের মুখের মাটি সরিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে । এর পর সাদা কাগজে ৫ গ্রাম (প্রায়) বিষ নিয়ে মুড়িয়ে পুটলি করতে হবে এবং এটাকে গর্তের ভিতর প্রায় ১ ফিট পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিতে হবে । অতপর হাত দিয়ে মাটির গোলা বানিয়ে সেটা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। এভাবে বিষ ব্যবহার করলে এটা পরিবেশের ও গৃহপালিত বা অন্যান্য উপকারী প্রাণীর কোন ক্ষতি হয় না। এ ক্ষেত্রে ইঁদুর দমনের সফলতাও অনেক বেশী। এটি বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যবহার করা যায়। ধান ও গম ফসল ছাড়া ও অন্যান্য ফসলের জমিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সফল ভাবে ইঁদুর দমন করা যায়।

ইঁদুরের ক্ষতি

ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় ফাঁদ পাতা

সাদা কাগজে বিষ মুড়িয়ে পুটলি করে গর্তে প্রয়োগ ও গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়া